পাঠ পরিকল্পনা-১১ (শ্রেণি : নবম)

অধ্যায়-২ : শরিয়তের উৎস

শরিয়ত চারটি উৎসের দৃষ্টান্ত

সময় : ৩৫ মিনিট

সময়	বিবরণ
৫ মিনিট	উপস্থিতি পর্যালোচনা ও পূর্বের পাঠের পূনরুল্লেখ, পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা- ১. শরিয়তের উৎস কয়টি?
২৫ মিনিট	**শরিয়তের উৎস প্রধান চারটি। উদাহরণের মাধ্যমে এগুলোর বর্ণনা দিবো। কারণ পরবর্তীতে বিস্তারিত পড়ার সময়, যা আমাদের সহযোগিতা করবে।** **প্রথম উৎস কুরআন : উদাহরণ** **১. নামায পড়া সকলের জন্য ফরজ।** **প্রশ্ন :** এটি আপনি কিসের ভিত্তিতে বললেন। প্রমাণ কী? **উত্তর :** এটি কুরআনে আছে। মহান আল্লাহ বলেন- 'তোমরা নামায কায়েম কর।' **সিদ্ধান্ত :** তাহলে বুঝা গেলো আপনি দলীল-প্রমাণ হিসেবে কুরআনের আয়াতকে উপস্থাপন করলেন। তাই এটি শরিয়তের প্রথম উৎস। যেকোনো সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রেই প্রথমে কুরআনে সমাধান রয়েছে কী-না? তা অনুসন্ধান করতে হবে। **দ্বিতীয় উৎস সুন্নাহ : উদাহরণ** **২. 'ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব, এশা' একজন মুসলমানের উপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া ফরজ।** **প্রশ্ন :** আপনি এটা কিসের ভিত্তিতে বললেল। প্রমাণ কী? **উত্তর :** হাদিসে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখো সেভাবে নামায পড়।' রাসূল (সা.) পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েছেন এবং এগুলোর নামকরণ করেছেন। **সিদ্ধান্ত :** কুরআনে নামায পড়তে আদেশ দেয়া হয়েছে, দিবসের বিভিন্ন অংশে নামায পড়তে বলা হয়েছে। কিন্তু দিনে কয় ওয়াক্ত সেগুলো নির্দারিত সময় ও নাম নেই। সুতরাং আমরা শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস হাদিস থেকে এর দলিল গ্রহণ করলাম। **তৃতীয় উৎস ইজমা : উদাহরণ** **৩. তারাবীর নামায ২০ রাকাত।** **প্রশ্ন :** আপনি এটা কিভাবে বললেন, অথচ হাদিসে আছে 'রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনো রাতের নামায ১১ রাকাতের বেশি পড়েননি' **উত্তর :** হাদিসে রাতের নামায উল্লেখ আছে, কিন্তু তারাবীহ না তাহাজ্জুদ উল্লেখ নেই। এ বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের ইজমা সাব্যস্ত হয়েছে, অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.)-এর যুগ থেকে সকলেই ঐক্যমত হয়েছেন যে, তারাবীর নামায বিশ রাকাআত। **সিদ্ধান্ত :** ইজমা হলো যে বিষয়ে সরাসরি কুরআন ও হাদিসে সমাধান নেই। সে বিষয়ে পূর্ববর্তী যুগের ফকিহগণের ঐকমত্য সিদ্ধান্ত গ্রহণকেই ইজমা বলে। ইজমা হওয়ার ক্ষেত্রে মুজতাহিদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণমূলক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অসংখ্য হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রাতের নামাযের বর্ণনা এসেছে, সেগুলো তাহাজ্জুদ, কিয়ামুল লাইল, তারাবীহ ইত্যাদি নামে মুজতাহিদগণ ব্যাখ্যা করেছেন। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, রাতের নামায ২ রাকাত ২ রাকাত করে। তাই সেটা ৮ রাকাত হতে পারে, ১০ রাকাত হতে পারে, ১২ এমনকি ২০ রাকাতও হতে পারে। যেহেতু হাদিস সুস্পষ্ট তারাবীহ নাম ও রাকাত সংখ্যা নেই তাই উসমান (রা.)-এর শাসনামলে এ সমস্যার সমাধানে ২০ রাকাত পড়ার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন। সুতরাং এটিকে শরিয়ত দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছে। কেননা এ সিদ্ধান্তের বিপক্ষে কেউ আপত্তি তোলেননি। সকলেই এ ব্যাখ্যাকে সঠিক বলে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এক শ্রেণির আলেম এ হাদিসের আলোকে তারাবী ৮ রাকাত মনে করেন। তাদের দলীল হলো যেহেতু সরাসরি হাদিসের উল্লেখ আছে, যা শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস, সুতরাং তৃতীয় উৎস ইজমা দেখার প্রয়োজন নেই।

	গ্রহণীয় মতামত : ইসলাম ধর্ম ইজতেহাদকে পূর্ণবান কাজ হিসেবে মনে করে। কেউ যদি সঠিক নিয়তে ইজতেহাদ করে ভুল সিদ্ধান্তেও উপনীত হয়, তবুও তিনি সাওয়াব পাবেন। তবে যদি সেটা মৌলিক আকীদা বিরোধী বা কুরআন-সুন্নাহর বিরোধী না হয়। এটি একটি মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলা। হাদিসের ব্যাখ্যা অনুসারে রাসূলুল্লাহ (সা.) রমযান ব্যতীত অন্যমাসে ৮ রাকাত তাহাজ্জুদ এবং রমযান মাসে তারাবীর সাথে ৩ রাকাত বিতর পড়তেন। এ ব্যাখ্যা করে একদল আলেম ৮ রাকাত তারাবী বলে থাকেন। আর হানাফী মাযহাব তথা আমাদের দেশের অধিকাংশ আলেম মনে করেন, যেহেতু হাদিসে সরাসরি তারাবীর রাকাত সংখ্যা নেই সেহেতু সাহাবীর ইজমার ভিত্তিতে ২০ রাকাত পড়া উত্তম। সর্বোপরি, ইসলামের মৌলিক কোনো বিষয়ে কোনো মতানৈক্য নেই; বরং কিছু সুন্নাত ও মুস্তাহাব আমলের ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছে। তাই এ বিষয়ে যেহেতু ইসলাম ইজতেহাদের সুযোগ দিয়েছে। তাই যারা ৮ রাকাত তারাবী পড়েন তাদেরকে যেমন খারাপ বলা যাবে না, গালি দেয়া যাবে না; তেমনি যারা ২০ রাকাত তারাবী পড়েন তাদেরকেও অসম্মান করা যাবে না। **চতুর্থ উৎস কিয়াস : উদাহরণ** **৪. ইয়াবা খাওয়া হারাম।** **প্রশ্ন :** আপনি এটা কিভাবে বললেন, অথচ যখন কুরআন নাযিল হয়, তখনতো ইয়াবা ছিলো না, তাহলে কিভাবে সেটা হারাম করলো। উত্তর : ইয়াবা হারাম। কারণ কুরআনে আছে মদ হারাম। সিদ্ধান্ত : মদ তথা খামর হারাম। হাদিসে খামরে পরিচয় দেয়া হয়েছে যা মস্তিষ্ক বিকৃত করে এমন সকল জিনিসই মদ। এটি মূলত শরিয়তের চতুর্থ উৎস কিয়াস দ্বারা সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। যে সমস্যা সমাধানে কুরআন, হাদিস বা ইজমা পাওয়া যাবে না। সেখানে কিয়াসের আলোকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিয়াস অর্থ অনুমান করা। অর্থাৎ, বর্তমান যে সমস্যা রয়েছে, সে সমস্যার অনুরূপ কোনো সমস্যার সমাধান কুরআনে থাকলে তার সাথে অনুমান করে সিদ্ধান্ত নেয়াকে কিয়াস বলে। যেহেতু ইসলামের প্রাথমিক যুগে খেজুর ভিজিয়ে মদ তৈরি করা হতো, যা খেলে মানুষের মস্তিষ্ক কিছুক্ষণের জন্য বিকৃত হয়ে যেতো। মহান আল্লাহ এ ধরনের মদ পানকে হারাম ঘোষণা করেছেন এবং এর জন্য হাদিসে বেত্রাঘাতের শাস্তি নির্ধারণ করেছে। বর্তমানে মদ খাওয়া ছাড়াও বিভিন্ন ওষধ ও ইনজেকশানের মাধ্যমে নেয়া হয়, তাই এ ধরণের যেকোনো মাধ্যমে মস্তিষ্ক বিকৃতকারী বস্তুকে হারাম সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। কেননা হাদিস মদের পরিচয় দেয়া হয়েছে, যা মস্তিষ্ক বিকৃত করে তাই মদ। এখানে শরিয়তের প্রথম উৎস কুরআন, দ্বিতীয় উৎস হাদিসে এবং তৃতীয় উৎস ইজমায় সরাসরি সমাধান পাওয়া না গেলেও চতুর্থ উৎস কিয়াস দ্বারা সমাধান দেয়া হয়েছে।
৫ মিনিট	**শিক্ষার্থীদের পিডব্যাক/পাঠোত্তর মূল্যায়ন** শরিয়ত হলো ইসলামি জীবন পদ্ধতি। এটি আল্লার তায়ালা ও তার রাসুল (সঃ) - এর আদেশ - নিষেধ ও নিকনির্দেশনার সমষ্টি - এর বিষয়বস্তু ও পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। এটি হলো মানব জাতির সার্বিক ও পূণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। পবিত্র কুরআনের মাদানী সূরাসমূহ মানবজীবনে সকল দিক নির্দেশনা রয়েছে। ক. শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস কোনটি? খ. শরিয়তের উৎসসমূহের পরিচয় দাও। গ. 'শরিয়তের বিষয়বস্তু ও পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক' - ব্যাখা কর। ঘ. ইসলামি শরিয়তের চারটি উৎসের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ কর।